

মেকি লোক ।

(ডিটেক্টিভ-গল্প)

শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত ।

৯ নং সেন্টজেমস্ স্কয়ার হইতে
শ্রীউপেন্দ্রভূষণ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত ।



Printed by J. N. De, at the Bani Press.

63, Nimitola Ghat Street, Calcutta.

1910.

যেকি লোক ।



প্রথম পরিচ্ছেদ ।

বড়বাজারের স্থানে স্থানে বড় বড় মহাজনের বাস । কোন স্থানে মাড়ওয়ারি মহাজন সকল বাস করেন, কোন স্থানে মুসলমান ব্যবসায়ীগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন, কোন স্থানে খ্রীষ্টীগণ, কোনস্থানে লাখোদাগণ, কোন স্থানে ইহুদি প্রভৃতির আবাসস্থল । যে জাতির যে সকল মহাজন যে বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, সেই বাড়ীতেই তাঁহাদিগের প্রায় এক একটা অফিস আছে । অফিসের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় না যে, ইহারা বড় মহাজন বা ইহাদিগের কার্যক্ষেত্র অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী, কেহ কেহ বা ক্রোড়পতি ।

যে স্থানে লাখোদা প্রভৃতি মুসলমানগণের আবাস ও কার্যস্থল, সেইস্থানে একটা পুরাতন খোলার বস্তী ভাঙ্গিয়া একটা প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী প্রস্তুত হয় । একজন মুসলমান মহাজন আসিয়া উহাতেই অফিস খোলেন, নিজেও সেই বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করেন ।

যিনি ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়া উহাতে বাস

করিতে আরম্ভ করেন, তিনি তাঁহার নাম মির হোসেনআলি বলিয়া প্রকাশ করেন । তাঁহার প্রকৃত নাম হোসেনআলি কি না তাহা কেহই জ্ঞাত নহে, বা তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহাও কেহ অবগত নহেন । কিন্তু সকলেই জানিতেন, হোসেন আলি একজন বড় মহাজন, তাঁহার টাকা অনেক, কারবার খুব ফলোয়া । তিনি একজন কাপড়ের বড় মহাজন, মফস্বলে তাঁহার কারবার বিস্তর ।

তাঁহার বাড়ীতে তিনি যে অফিস করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবলমাত্র পাঁচজন কন্মচারীকে দেখিতে পাওয়া যাইত । তাহার মধ্যে কেহ অফিসে বসিয়া কাজ করিতেন, কেহ বা বাজারের কার্য্যও সমাপন করিতেন । ঐ কয়জন কন্মচারীর মধ্যে একজনও হিন্দু ছিলেন না, সকলেই মুসলমান । তাহারা যে কে, কোথায় যে তাহাদিগের জন্মস্থান, তাহাও অপর কেহ জানিত না । হোসেন আলি জানিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন ।

হোসেন আলিকে দেখিয়া সকলেই মনে করিতেন যে, তিনি ভদ্র মুসলমান-বংশীয় । তিনি যেমন মধুরভাষী, তেমনি সকলের নিকট

বিনয়ী ছিলেন। যাহার সহিত হোসেন আলির একবার পরিচয় হইত, তিনি সহজে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। তিনি ঘেরাপ মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন, তেমনি পরোপকার করিতেও পশ্চাদ্পদ হইতেন না; বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। অর্থ সাহায্য হউক বা যে কোন প্রকারেই হউক, সাহায্য-প্রার্থীকে সাহায্য করিতে তিনি কোনরূপে পরাঙ্গুশ হইতেন না। এদিকে তিনি দাতাও ছিলেন। দরিদ্রদিগকে সর্বদাই তিনি আহারীয় প্রদান করিতেন, মধ্যো মধ্যো বস্ত্রদানেও বিরত হইতেন না। প্রতি শুক্রবারে তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষার্থ যে কত লোক আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহা স্থির করা নিতান্ত সহজ নহে; কিন্তু কেহ কখন বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করি-
য়াছে, এ কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ অল্প দিবসের মধ্যে সেই স্থানে হোসেন আলির নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। নিকটবর্তী স্থানের গরিব দুঃখী সকলেই জানিতে পারিল, যদি কোনরূপে তাহারা বিপদগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে হোসেন আলি কর্তৃক তাহারা অনায়াসেই সেই বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিবে।

হোসেন আলি যে কেবল দীন দুঃখীদিগকেই সাহায্য করিতেন, তাহা নহে। তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই নৃত্য, গীত, আমোদ-আহ্লাদ হইত, সেই সঙ্গে স্থানীয় ভদ্র মুসলমানগণ

নিমন্ত্রিত হইতেন। তাঁহাদিগের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ সুখাচার আয়োজন হইত। সকলেই চর্ক্যা চুক্ষ লেহু পেয় প্রাণ ভরিয়া আহার করিতেন। এইরূপে ক্রমে দিন অতি-
বাহিত হইতে লাগিল। হোসেন আলি আপন মান-সম্মম যথেষ্ট উপার্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বন্ধু বান্ধব ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সকলেই জানিত যে, হোসেন আলি অবি-
বাহিত। ব্যবসা উপলক্ষে বাল্যকাল হইতেই তিনি তাঁহার দেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পর আর তিনি তাঁহার দেশে প্রত্যা-
গমন করেন নাই; কারণ দেশে তাঁহার আপন বলিবার কেহই নাই। সুতরাং এ পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করেন নাই, নিজেও পাণ্ডুর সন্ধান করিয়া বিবাহের জন্ত চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই।

যে স্থানে হোসেন আলি বাস করিতেন, তাহার নিকটবর্তী স্থানে অনেক ভাল ভাল মুসলমান ব্যবসা উপলক্ষে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে করিমবক্স নামক একজন ধনাঢ্য মহাজন বাস করিতেন। বাণিজ্য-
জগতে তাঁহার বিশেষ মান-সম্মম ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার বিবিয়া নামী একটা সুন্দরী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। করিমবক্স তাঁহার কন্যাকে সৎপাত্রের অর্পণ করিবার মানসে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনোমত পাত্র না পাওয়ার এখনও পর্য্যন্ত তাহার

বিবাহ দিতে সমর্থ হন নাই । নিবিয়ারও ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল, তাহার বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর, তথাপি সে অবিবাহিত ।

করিমবক্স এত দিনস পরে হোসেন আলির মিষ্ট কথায় ভুললেন,—সকলের সহিত তাঁহার সংবাদহার দেখিয়া ভুললেন,—দীন ও দরিদ্রদিগের উপর হোসেন আলির অসীম দয়া দেখিয়া ভুললেন । ভদ্র সমাজকে লইয়া যেরূপ আশ্রয়-আহ্বান ও ভোজাদি দানে হোসেন যেরূপ অপারসীম অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া তিনি ভুললেন । আলির গাড়ী ঘোড়া ও বাবুগিরি প্রভৃতি দেখিয়া করিমবক্স একেবারে ভুলিয়া গিয়া, হোসেন আলি যে কে, কোথায় তাঁহার প্রকৃত বাসস্থান, তাঁহার বংশ-মর্যাদা কিরূপ ও তাঁহার দেশে তাঁহার স্বভাব-চরিত্রই বা কিরূপ, তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান না লইয়া, তাঁহার সহিত আপন কতক নিবিয়ার পরিণয় কার্য সমাপন করিলেন । নৃত্য গীত, বাজ, বাজনা, দান ধান, খাওয়ান দাওয়ান প্রভৃতিতে উভয় পক্ষে অনেক অর্থব্যয় হইয়া গেল । নিবিয়া আপন স্বামীর ঘরে আসিয়া মনের সুখোদন যাপন করিতে লাগলেন ।

করিমবক্স বুঝিলেন যে, এতদিনস প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়া তিনি যে কাণ্ডের কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন না, ঈশ্বর সদয় হইয়া এখন নিজ হইতেই তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন । এদিকে

হোসেন আলিও বুঝিলেন যে, তিনি যে ভাল বিস্তার করিয়া মৎস্ত সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই আশা কতক পরিমাণে সফল হইল । নিবিয়া-মৎস্ত আপনিই ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার সেই জালে পতিত হইল সত্য, কিন্তু পরিশেষে ভাল ছিঁড়িয়া না যায় ও মৎস্ত অগাধজলে পলায়ন না করে । এদিকে নিবিয়া ভাবিলেন, ঈশ্বর তাহাকে সুখ-ভোগের যে উপায় করিয়া দিলেন, তাহা চিরস্থায়ী হইবে কি ? নিতান্ত অপরিচিতের হস্তে তাহার পিতা তাহাকে সমর্পণ করিয়া তিনি আশু মৃত্যু হইলেন বটে, কিন্তু সে সুখ চিরস্থায়ী হইবে কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

যে সময় হোসেন আলি এই স্থানে আসিয়া কারবার আরম্ভ করেন, তাহার কিছুদিনস পরে নিকটবর্তী স্থান সকলে বড় বড় চুরি হইতে আরম্ভ হয় । ঐ চুরি যে নিত্য হইত তাহা নহে, কোন মাসে একটী, কোন মাসে বা দুইটী ; কখন বা দুই তিন মাস একে-বারেই চুরি হইত না । কিন্তু যে সকল চুরি হইত, তাহাতে প্রায়ই অধিক মূল্যের দ্রব্য অপহৃত হইত । দুই চারি সহস্র টাকা মূল্যের কম দ্রব্য বা নগদ ঐ পরিমাণ অর্থের যে কম চুরি হইয়াছে, তাহা প্রায়ই শুনা যাইত না । আজ অমুক পোদ্দারের দোকানের ছাদ ফুটা

করিয়া গৃহ মধ্যস্থিত লোহার সিন্ধুক খুলিয়া বা ভাঙ্গিয়া সোনা রূপা ও নগতে প্রায় দশ সহস্র মূল্যের দ্রব্য চুরি হইয়া গিয়াছে সংবাদ আসিল। কিছু দিবস পরে পুনরায় সংবাদ আসিল, অমুক মহাজনের ক্যাসবর ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে বিশ সহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে। এই প্রকারের বড় বড় চুরির সংবাদ ক্রমে থানায় আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল, পুলিশ সাধ্যমত তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটরও কোন কিনারা করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সকল চুরি কে করিতেছে, অপহৃত মূল্যবান অলঙ্কার-পত্র, নগ্ন নোট সকল যে কোথায় ঘাইতেছে, তাহারও কোন-রূপ সন্ধান পাওয়া গেল না। এই সকল বড় বড় চুরির একটরও কোনরূপ কিনারা না করিতে পারায়, পুলিশ অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা চোর ধরিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐরূপ চুরি বাহাতে আর না হয়, তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ঐরূপ চুরি বন্ধ হইল না।

এইরূপে তিন চারি বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সেই প্রায়ে বড় বড় চুরি বন্ধ হইল না, কাজেই বড়লোকের নিরাপদে বাস করা কঠিন হইয়া পড়িল। এই সকল চুরির অনুসন্धानে কত পুলিশ কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন, কত পুলিশ কর্মচারী বদলী হইয়া গেলেন, কত নূতন পুলিশ কর্মচারী আসিয়া তাঁহাদিগের

স্থান অধিকার করত সেই সকল চুরির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কাহার দ্বারা যে এই সকল চুরি হইতেছে, তাহার কিছুমাত্র স্থির হইল না। ক্রমে আরও দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

সেই সময় এক দিবস হোসেন আলি থানায় সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, তাঁহার অফিস ঘরের তাল ভাঙ্গিয়া নগদ প্রায় দশ হাজার টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া স্থানীয় পুলিশ কর্মচারীগণ তাঁহার বাড়ীতে গমন করেন, ও যেক্রমে যে স্থান হইতে চুরি হইয়াছে, তাহা দেখে এবং তাঁহার অফিসের কর্মচারীগণকে ও বাড়ীর চাকর চাকরানীগণকে জিজ্ঞাসা বাদ করেন, কিন্তু কাহা কর্তৃক যে এই চুরি হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যে সকল কর্মচারীগণ এই অনুসন্धानে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বহু পুরাতন নিম্নপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি কহিলেন, কোন চোরে যে এই টাকা অপহরণ করিয়াছে, তাহা তাঁহার বোধ হয় না, যে স্থান হইতে টাকা চুরি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সেই স্থানে যে অত নগদ টাকা ছিল, তাহা তিনি একেবারে বিশ্বাস করেন না। বিশেষতঃ যাহার একেবারে দশ সহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে, তাঁহার আকৃতি প্রকৃতি, মুখের ভাব দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া বোধ হয় না যে, তাঁহার এত টাকা

একেবারে চুরি গিয়াছে। একটা পয়সা হারা-
ইয়া গেলে লোকে শতবার তাহার অনুসন্ধান
করে, কিন্তু যাহার একেবারে এত টাকা
চুরি হইয়াছে, তাহার সে বিষয়ে কিছুমাত্র
ক্ষুণ্ণ নাই।

বুদ্ধ কর্মচারীর কথা সকলে শুনিলেন
বটে কিন্তু সে বিষয়ে কেহ কোন কথা কহি-
লেন না। যাহার এত মান সম্মান, এত
প্রতিপত্তি, তাহার এইরূপ এক মিথ্যা অভি-
যোগ আনয়নের কারণ কি? যাহার এত
টাকার কারবার, রাজা-রাজড়ার মত যাহার
ধরচ তিনি এরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রদান করি-
বেন কেন? এই ভাবিয়া সকলে তাহার কথা
একেবারে উড়াইয়া দিলেন।

এই চুরির কিছু দিবস পরে হোসেন
আলি একবার সহর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।
তিনি যে কোথায় গমন করিলেন, তাহা
তাহার কর্মচারীগণকেও জিজ্ঞাসা করিয়া
জানিতে পারা গেল না। তাহার কহিলেন,
তিনি বাহিরে যাইবার সময় কেবলমাত্র ইহাই
বলিয়া গিয়াছেন যে, তাহার ফিরিয়া আসিতে
প্রায় কুড়ি পঁচিশ দিন বিলম্ব হইবে। বোধ
হয়, কোন নূতন স্থানে কারবার খোলা যায়
কি না, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত তিনি গমন
করিয়াছেন। তিনি যতদিন বাহিরে ছিলেন,
ততদিন পর্য্যন্ত আর কোনরূপ চুরির সংবাদ
পাওয়া গেল না। সেই সময় জানিতে পারা
গেল, দুই চারি মাস অন্তর তিনি প্রায়ই

বাহিরে গমন করিয়া থাকেন, কিন্তু কোথায়,
কি কারণে গমন করেন, তাহার কিছুই অব-
গত হইতে পারা গেল না।

নিয়মিত সময়ে তিনি পুনরায় আপন
বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। যে সময় তিনি
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই সময় স্থানীয়
পুলিসের একজন কর্মচারী, তাহার বাড়ীর
চুরির অনুসন্ধান উপলক্ষে সেই স্থানে উপ-
স্থিত ছিলেন। তিনি যে কোথায় গমন
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিকট হইতে
জানিবার নিমিত্ত তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করি-
লেন কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। তিনি
বাজে কথা পাড়িয়া আসল কথার উত্তর প্রদান
করিলেন না।

হোসেন আলির উপর পাড়ার লোকের
অগাধ বিশ্বাস ছিল। নিকটবর্তী স্থানে অত্যন্ত
চুরি হইত বলিয়া অনেকেই তাহাদিগের ধন-
সম্পত্তি হোসেন আলির নিকট জমা রাখিত।
ঐ সকল দ্রব্য জমা রাখিবার সময় হোসেন
আলি দুই একবার এরূপভাব দেখাইতেন যে,
তিনি ঐ সকল দ্রব্য জমা রাখিতে ইচ্ছুক
নহেন, কিন্তু প্রকৃত কাহারও অর্থাদি কখন
ফেরৎ দিতেন না।

এইরূপে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল,
নিকটবর্তী স্থানের চুরি আদৌ কমিল না,
কিন্তু দিন দিন হোসেন আলির প্রতিপত্তি
আরও বাড়িতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

হোসেন আলি যেকোন বড়মানুষি ধরনে চলিতেন, যেকোন অজস্র অর্থব্যয় করিতেন, হোসেন আলির স্ত্রী বিবিয়াও সেইরূপ ভাবে চলিতে লাগিলেন । মধো মধো অন্দর-মহলে স্ত্রীলোকের নৃত্যগীত হইতে লাগিল । তাঁহার আশ্রয় ও পরিচিত স্ত্রীলোকগণ প্রায়ই নিম-
জ্বিত হইয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোজের প্রায় প্রত্যেকই আয়োজন হইতে লাগিল । এইরূপে বিবিয়াও মনের সাধ পূরাইয়া আমোদ-আহ্লাদ ও অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন । বিবিয়া যতই কেন অর্থ-
ব্যয় করুন না, হোসেন আলি কিছুতেই অস-
ন্তোষ হইতেন না, যখন যাহা চাচ্ছিলেন, তখনই তাহা প্রদান করিতেন, সর্বদাই বিবিয়া যাহাতে মনের সুখে থাকিতে পারে, তাহার নির্দিষ্ট চেষ্টা করিতেন ।

একদিনস নিমন্ত্রণ উপলক্ষে অনেকগুলি বড়লোকের স্ত্রী-কন্যা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া ছিলেন । তাঁহাদিগের একজনের গলায় এক ছড়া বহুমূল্য জড়োয়া বগ্নেদার ছিল । উহাতে যে সকল পাথর ছিল, তাহাব সকলগুলিই বহুমূল্যবান ও দেখিতে অতিশয় মনোরম । বোধ হয় ঐ হারছড়াটির মূল্য পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রার কম হইবে না । বিবিয়া ঐ হারছড়াটা তাঁহার গলা হইতে খুলিয়া লইয়া হোসেন আলির নিকট আসিলেন ও উহা তাঁহার হস্তে

অর্পণ করিয়া কহিলেন, “দেখুন দেখি, এই হারছড়াটা কেমন ?”

হোসেন আলি হারছড়াটা হস্তে লইয়া উত্তমরূপে দেখিলেন ও কহিলেন, “বোধ হই-
তেছে, বিবিসাহেব এইরূপ একছড়া লইতে ইচ্ছা করেন ।”

বিবিয়া । কেন, আমি কি বলিতেছি যে, আমি এইরূপ এক ছড়া হার চাই ।

হোসেন । তুমি বলিতেছ এ কথা তো আমি বলিতেছি না, তবে তোমার মনের কথা আমি বুঝিতে পারি বলিয়াই, এ কথা বলিতেছি । সে যাহা হউক, হার ছড়াটা বেশ পছন্দমত, আমার ইচ্ছা যে, এইরূপ একছড়া হাড় আমি তোমার গলায় দেখি ।

বিবি । কেন, আমি হার ছড়াটি তোমাকে দেখাতে আনিয়াছি বলিয়া কি তুমি ও কথা বলিতেছ ? কোন জিনিস দেখা-
ইলেই কি তাহা লইতে ইচ্ছা হয় । ইহার মূল্য কত অনুমান হয় ?

হোসেন । ৫০,০০০ টাকার কম নহে ।
মূল্য বহুই হউক, এক কাজ করিতে পার ?

বিবি । কি ?

হোসেন । এই হার ছড়াটা যাহার, তাহার নিকট হইতে উহা মাস খানেকের জন্য চাহিয়া লইতে পার ? কারণ কারিগর উহা না দেখিলে ঐরূপ আর এক ছড়া প্রস্তুত করিতে পারিবে না । আর অভাব পক্ষে একমাসের কমে এরূপ একখানি অলংকার প্রস্তুত হইতে পারে না ।

বিবি। যাহার হার, আমি তাহাকে বলিব, কিন্তু তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি ঐ হার কিরূপে আমাকে প্রদান করিবেন ?

হোসেন। তাহা তো ঠিক কথা। যাহার হার, তাহাকে বলিও, তিনি যেন এ কথা তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন। যদি তিনি উহা দিতে সম্মত হন, তাহা হইলে বলিও, আমি উহার নিকট গিয়া লইয়া আসিব।

হোসেন আলির কথা শুনিয়া বিবিয়া সেই হার লইয়া তাহার অধিকারীর নিকট গমন করিলেন ও তাঁহাকে উহা প্রদান করিয়া তাহার স্বামী তাহাকে যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কহিলেন। শুনিয়া সেই অধিকারিণী কহিলেন, তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট লইয়া যত শীঘ্র পারেন উহা পাঠাইয়া দিবেন।

সেই দিবস আহালাদির পর সকলে আপনাপন গৃহে গমন করিলেন। পরদিবস প্রত্যুষে ঐ হারের অধিকারিণীর স্বামী একখানি পত্র লিখিয়া ঐ হার হোসেন আলির নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হোসেন আলি ঐ পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন, উহাতে লেখা ছিল ;—

আমার স্ত্রীর নিকট হইতে অবগত হইলাম যে, আপনি তাহার হারের জ্বায়ে একছড়া হার আপনার স্ত্রীর জগ্ন প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এই নিমিত্ত ঐ হারছড়াটি আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। যে পর্য্যন্ত আপনার হার প্রস্তুত না হয়, সেই পর্য্যন্ত

আপনি উহা আপনার নিকট রাখিয়া দিবেন। এই হার রাখা সম্বন্ধে আপনার ইতস্ততঃ করা ভাল হয় নাই, কণ্য আমার স্ত্রীর নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া আপনার নিকট রাখিয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনি যে তাহা রাখেন নাই, তজ্জন্ত আমি অতিশয় দুঃখিত। ঐ হার আমার নহে, আপনার, ইহা আপনার ভাবা উচিত ছিল।”

হোসেন আলি হারছড়াটি আপনার নিকট রাখিয়া ঐ পত্রের জবাব দিয়া সেই হার-বাণীকে বিদায় দিলেন।

এই ঘটনার প্রায় একমাস পরে একদিন রাত্রে শয়ন করিবার কালীন হোসেন আলি দুইছড়া হার লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং বিবিয়ার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, “দেখ দেখ, ইহার কোন্ ছড়া নমুনার হার, আর কোন্ ছড়া নূতন প্রস্তুত হইয়াছে ?”

হোসেন আলির কথা শুনিয়া বিবিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হার দুইছড়া বিশেষরূপে অনলোকন করিলেন, পরিশেষে কহিলেন, না, আমি চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কারিগর নমুনার সহিত উহা একরূপ মিলাইয়া গড়াইয়াছে যে, কোন্টী এখনকার প্রস্তুত, কোন্টী আগেকার প্রস্তুত, তাহা কিছুমাত্র চিনিবার উপায় নাই।

বিবিয়ার কথা শুনিয়া হোসেন আলি কহিলেন, তুমি চিনিতে পারিলে না, আমি কিন্তু চিনিতে পারি। এই বলিয়া ঐ দুইছড়া

হারের মধ্য হইতে একছড়া লইয়া বিবিয়ার গলায় পরাইয়া দিলেন ও কহিলেন, এই ছড়াটি তোমার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা তুমি পরিধান কর । আর যে ছড়াটি নমুনার জন্ম আনা হইয়াছিল, তাহা আমি এখনই ফেরৎ পাঠাইয়া দিতেছি । এই বলিয়া ঘিনি নমুনার হার পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সেই ছড়াটি পাঠাইয়া দিলেন । যাহার হার, তাঁহার হোসেন আলির উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল, সুতরাং ঐ হার উত্তমরূপে না দেখিয়াই তিনি তাহা রাখিয়া দিলেন ।

বিবিয়া তাহার মনের মত নূতন হার পাইয়া মনে মনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কথা হোসেন আলির নিকট প্রকাশ করিলেন না । হোসেন আলিও বিবিয়ার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তিনিও কোন কথা প্রকাশ করিলেন না ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

একদিবস রাত্রি দুইটার পর বাজারের ভিতর মহা গোলযোগ উখিত হইল । এত দিন পরে চোর ধরা পড়িয়াছে, বলিয়া অনেক পুলিশ-কর্মচারী সেই দিকে ধাবিত হইলেন ।

বড় বাজারের সোনাপটীর একটা বড় দোকানে অনেক সোনা বেচা-কেনা হয়, সুতরাং রাত্ৰিকালে ঐ দোকানে যে অনেক

টাকার সোনা ও নগত টাকা থাকে, সেবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । ঐ দোকানের মধ্যে দুইটা বড় লোহার সিন্দুক আছে, উহার মধ্যেই ঐ সকল মূল্যবান দ্রব্য ও নগত টাকা রক্ষিত হয় । রাত্ৰিকালে দোকানে কেহ থাকে না । ঐ লোহার সিন্দুকদ্বয়ের চাবি ও দোকানের চাবি, মালিক দোকান বন্ধ হইলে আপন বাড়ীতে লইয়া যান । রাত্ৰিকালে দোকানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুলিশ-প্রহরীর উপরই নির্ভর থাকে ।

রাত্ৰিকালে কেবল যে ঐ দোকানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুলিশের হস্তে অর্পিত থাকে তাহা নহে, ঐ স্থানের প্রায় সমস্ত দোকানের অবস্থা এইরূপ । রাত্ৰিকালে সকলেই আপনাপন বাড়ীতে চলিয়া যায়, পর দিবস প্রাতঃকালে পুনরায় আসিয়া আপনাপন দোকান খুলিয়া বসেন । রাত্রে প্রায় কোন দোকানে কেহই থাকে না ।

যে দোকানে আজ চোর ধৃত হইয়াছে, সেই দোকানেও রাত্ৰিকালে কেহ থাকিতেন না । ঐ দোকানের একজন প্রধান কর্মচারীর কোন আত্মীয় দেশ হইতে সেই দিবস কোন কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন, অপর স্থানে তাঁহার থাকিবার স্থান না থাকায় তিনি ঐ দোকানে ঐ কর্মচারীর নিকট গমন করেন । দিবান্তাগ্রে সেই স্থানে জলযোগাদি করিয়া রাত্রে থিয়েটার দেখিবার নিমিত্ত সেই কর্মচারীর সহিত একটা

থিয়েটারে গমন করেন। ঐ কর্মচারী যেখানে রাত্রে বাস করিতেন, সেই স্থানে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির থাকিবার স্থান ছিল না। সুতরাং মনিবকে বলিয়া তিনি দোকানের চাবি আপনার নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন। সিন্দুকের চাবি তাঁহার মনিব নিজে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে যখন থিয়েটার দেখিয়া প্রত্যা-গমন করেন, তখন রাত্রি প্রায় ১টা, সেই সময় দোকানের চাবি খুলিয়া তাঁহারা দোকানের ভিতর শয়ন করেন। সেই রাত্রে যে তাঁহারা শয়ন করিয়া আছেন, তাহা কেহ জানিত না, সকলেই জানে, ঐ দোকানে কেহ থাকে না। ঐ দোকানটী একখানি একতলা পাকা বাড়িতে।

রাত্রি যখন দুইটা, সেই সময় ঐ দোকানের ছাদের উপর একরূপ শব্দে তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কর্মচারী ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলেন যে, কয়েকখানি দোকানে চোর ছাদ কাটিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ পূর্বক চুরি করিয়াছে; এই কথা তাঁহার হঠাৎ মনে হওয়ায় তিনি নিঃশব্দে আপন সমভিব্যাহারীর সহিত গাত্ৰোপ্তান করেন ও আশ্বে আশ্বে তালি বাহা তিনি ভিতর হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা খুলিয়া দোকানের বাহিরে আসেন ও ঐ তালি ঐ দোকানে বাহির হইতে আশ্বে আশ্বে বন্ধ করিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। সেই স্থান হইতে থানা বহুদূরে অবস্থিত নহে। তিনি

দ্রুতগতি থানায় গিয়া এই সংবাদ প্রদান করেন।

এই সংবাদ পাইবামাত্র থানা হইতে কয়েকজন কর্মচারী, কয়েকজন প্রহরী ও একখানি বাঁশের সিঁড়ি লইয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনও দোকানে তালি বন্ধ ছিল। দোকানের সম্মুখে কয়েকজন প্রহরীকে রাখিয়া, দোকানের ছাদের গায় ঐ সিঁড়ি স্থাপিত করিয়া দ্রুতপদে কয়েকজন ঐ ছাদের উপর আরোহণ করিলেন। এই সকল কার্য পুলিশ-কর্মচারীগণ এত শীঘ্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন যে, চোরগণ ইহার কিছুমাত্র পূর্বে অবগত হইতে পারে নাই। ছাদের উপর তিনজন পুলিশকে উঠিতে দেখিয়া, তাহারা পরস্পর সংলগ্ন ছাদ দিয়া একরূপ দ্রুত পলায়ন করিল যে কয়েকজন কর্মচারী তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেক দূর গমন করিয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারিলেন না, তাহারা উহাদিগের সম্মুখ হইতেই অন্তর্ধান হইয়া গেল।

ছাদের উপর উঠিয়া দেখা গেল, ছাদ কাটিয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত করা হইয়াছে। উহা দিয়া কোনরূপ দড়ি প্রভৃতির সাহায্যে দোকানের ভিতর অনায়াসেই নামিয়া যাওয়া যায়। উহার নিকটে ছাদের উপর দড়ির প্রস্তুত একটা সিঁড়ি পাওয়া গেল। উহা উপর হইতে ধরলে উহার সাহায্যে দোকানের ভিতর নাগা উঠা যাইতে পারে।

ছাদের উপরেব এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে আর বাকী থাকিল না যে, ঐ ছাদ কাটিয়া চোর ঐ দোকানের ভিতর প্রবেশ করিবার বেশ রাস্তা করিয়াছে, কিন্তু উহার ভিতর কেহ প্রবেশ করিয়াছে কি না, তাহা তখন বুঝিতে পারা গেল না ।

পুলিস কর্মচারীগণ তখন ঐ দোকান খুলিয়া তাহার ভিতর দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । আলো আনীত হইল, কর্মচারীগণ গ্রহণীগণের সহিত প্রস্তুত হইলেন । কারণ, দোকানের ভিতর যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ধরিতে হইবে । এই-রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দোকানের সেই কর্মচারীর নিকট হইতে চাবি লইয়া যেমন চাবি খুললেন, অমনি তাহার মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি বাহির হইবার চেষ্টা করিল, যাহারা উহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, তাহারা হই উহাদিগের হস্তস্থিত লৌহ নির্মিত সিঁদ কাটার দ্বারা বিশেষরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন । দুইজন পুলিস কর্মচারী চোরদিগের হস্তে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও তাহাদিগকে জাপটাইয়া ধরিলেন । তখন সহজেই চোরগণ পুলিস-হস্তে বন্দী হইল ।

ইহারা ধৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল । এত দিবস পরে চোর ধৃত হইয়াছে, ইহা শুনিবামাত্র নিকটবর্তী লোক সকল সেই রাতে ঐ চোরকে দেখিতে আসিল ।

চোরদ্বয়কে থানায় আনীত হইলে থানার অনেক কর্মচারীই উহাদিগকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু সাক্ষ্য করিয়া প্রথমতঃ কেহই কোন কথা বলিতে পারিলেন না, সকলেই নিশ্চয়ের সহিত উহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন ।

চোরেরা ধৃত হইবার পর ঐ দোকানের কর্মচারীগণ দেখিলেন, দোকানের দুইটি লোহার সিঁদুকই উহারা খুলিয়াছে । সিঁদুকের ভিতর যে সকল সোনা রূপার অলঙ্কার ও যা কিছু নগদ টাকা ছিল, সমস্তই বাহির করিয়া দুইটি গাটের বাঁদিয়াছে । উহা সিঁদুকের নিকটেই রাখিত আছে । কোন দ্রব্য দোকানের বাহিরে আনীত হয় নাই । পুলিস কর্মচারীগণ দোকান বন্ধ করিয়া ঐ সমস্ত দ্রব্যাদিও থানায় লইয়া গেলেন ।

সেই সময় সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন একজন ইংরাজ । যে সময় এই চুরির সংবাদ প্রথম থানায় আসে, সেই সময় তিনি থানায় ছিলেন না, সুতরাং তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণই সেই পোদ্দরের দোকানে গমন করিয়া ঐ দস্যুদ্বয়কে ধরিয়া আনেন ।

উহারা থানায় আনীত হইলে সেই ইংরাজ কর্মচারী উহাদিগকে দর্শন করেন ও উহারা কিরূপে ধৃত হইয়াছে তাহার সমস্ত অবস্থা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদিগের মুখে শ্রবণ করেন ; কর্মচারীগণের অবস্থা দেখিয়া । ৩১

বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা উহাদিগকে উত্তম-
রূপে চিনিতে পারিয়াছেন, কিন্তু কেহ কোন
কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন না ।

অধীন কর্মচারিগণের অবস্থা দেখিয়া
প্রথমতঃ তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি-
লেন না, কেন তাঁহারা ওরূপ ভাব প্রকাশ
করিতেছেন, কেনই বা বলিতে সাহস করিতে-
ছেন না উহারা কাহারো ? আবার ভাবিলেন,
তিনি যাহা মনে করিতেছেন, তাহা কি তবে
ঠিক নহে, তবে কি কেহই উহাদিগকে চিনিয়া
উঠিতে পারেন নাই, বা অবগত নহেন যে
উহারা কাহারো ?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিয়া
ইংরাজ কর্মচারী পরিশেষে ঐ থানার একজন
পুরাতন কর্মচারীকে ডাকিয়া কহিলেন, যে
দুইজন দল্ল্য ধৃত হইয়াছে তাহাদিগকে কি
আপনি দেখিয়াছেন ?

পুরাতন কর্মচারী । হাঁ, দেখিয়াছি, যখন
উহারা ধৃত হয়, সেই সময় আমিও সেইস্থানে
উপস্থিত ছিলাম ।

ইংরাজ কর্মচারী । আপনি কি উহা-
দিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ?

পুঃ ক । না ।

ইং ক । কেন ?

পুঃ ক । উহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে

বা উহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ অনুসন্ধান
করিতে আমি এ পর্য্যন্ত কোনরূপ আদেশ পাই
নাই, সুতরাং আমি উহাদিগকে কোন কথা
জিজ্ঞাসা করি নাই ।

ইং-ক । আপনি উহাদিগকে চিনিতে
পারিয়াছেন, উহারা কাহারো ?

পুঃ-ক । কতকটা চিনিতে পারিয়াছি
বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি ঠিক বলিতে
পারিতেছি না ?

ইং ক । আপনার কি অনুমান হইতেছে ?

পু-ক । আমার অনুমান হইতেছে, যে
সময় আমি হোসেন আলির বাড়ীতে টাকা
চুরির মর্দ্দমায় নিযুক্ত ছিলাম ও যে চুরি
সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিয়া আমার অনুমান হই-
য়াছিল, সেই সময় আমি ইহাদিগকে সেইস্থানে
দেখিয়াছি । আর হোসেন আলির যিনি সর্ব-
প্রধান কর্মচারী ও যিনি তাঁহার দ্বিতীয় কর্ম-
চারী, তাহাদিগের আকৃতির সহিত ইহাদিগের
আকৃতির সম্পূর্ণ মিল আছে, তাহাতে কিছু-
মাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু যাহারা বিশেষ
সম্মানিত ব্যক্তি, যাহাদিগের অর্থের কিছুমাত্র
অভাব নাই, তাহাদিগের দ্বারা যে এইরূপ
নীচ কার্য্য সম্পন্ন হইবে, ইহা আমার বোধ হয়
না । বোধ হয়, ইহারা তাহারা নহেন, অপর
কাহারোও হইবে ।

ইং-ক । এবিষয় স্থির করা নিতান্ত সামান্য
কথা, উহাদিগের নিকট হইতে এখনই আমি
সমস্ত জ্ঞানিয়া লইতেছি । আপনি উহাদিগের

একজনকে আমার নিকট এখনই লইয়া আসুন ?

ইংরাজ-কর্মচারীর কথা শুনিয়া তিনি তখনই সেই বর হইতে বহির্গত হইলেন ও বাহাকে হোসেন আলির প্রধান কর্মচারী বলিয়া তিনি সন্দেহ করিতেছিলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই ইংরাজ-কর্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইংরাজ-কর্মচারী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি ?”

দস্য্য। কাহার নাম ?

ইং-ক। তোমার ?

দস্য্য। আমার নামের কোন স্থিরতা নাই। যাহার মনে যাহা আসে, সে তাহা বলিয়াই আমাকে ডাকে।

ইং-ক। কি বলিয়া ডাকে ?

দস্য্য। কেহ বলে, আব্দুল ; কেহ বলে, সেরালী ; কেহ বলে, পিটার ; কেহ বলে, হরিয়া, এইরূপ কত নাম বলিব।

ইং-ক। তুমি কোন্ জাতি, মুসলমান, খৃষ্টান, না হিন্দু ?

দস্য্য। আমি মুসলমানও নহি, খৃষ্টানও নহি, হিন্দুও নহি।

ইং-ক। তবে তুমি কি ?

দস্য্য। আমি কিছুই নহি।

ইং-ক। তাহা কি কখন হইতে পারে ?

দস্য্য। আমি কোন না কোন দস্য্যবলম্বী।

দস্য্য। যে আমাকে মুসলমান ভাবে,

তাহার নিকট আমি মুসলমান, যে আমাকে খৃষ্টান ভাবে, তাহার নিকট আমি খৃষ্টান, যে আমাকে হিন্দু ভাবে, তাহার নিকট আমি হিন্দু।

ইং-ক। তাহা হইলে তুমি বলিতে চাহ যে তুমি ঈশ্বর।

দস্য্য। আমি কিছুই বলিতে চাহি না, আপনি যাহা ভাবিতে চাহেন, তাহা আপনি অনায়াসেই ভাবিতে পারেন।

ইং-ক। সে যাহা হউক, তুমি থাক কোথায় ?

দস্য্য। আমার থাকিবার কিছুই ঠিকানা নাই।

ইং-ক। রাত্রিকালে কোথায় শয়ন কর ?

দস্য্য। বাটে, মাঠে, রাস্তায়, যে দিন যেখানে সুবিধা হয়।

ইং-ক। থাও কোথায় ?

দস্য্য। যেমন আমার থাকিবার ঠিকানা, আহার করিবার ঠিকানাও সেইরূপ।

ইং-ক। হোসেন আলি তোমার কে ?

দস্য্য। কোন্ হোসেন আলি ?

ইং-ক। মির হোসেন আলি, কলিকাতার একজন বড় কারাগারী, তিনি কি তোমার মনিব ?

দস্য্য। আমি হোসেন আলি নামক কোন ব্যক্তিকে চিনি না। আমি কখন কাহার নিকট চাকরি করি নাই, আমার আবার মনিব কে ? আমিই আমার মনিব।

ইং-ক। আজ তুমি থানায় আসিয়াছ কেন ?

দম্মা। আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে।

ইং-ক। কেন তোমাকে ধরিয়া আনিয়াছে ?

দম্মা। তাহা জানি না। আমি অবিবাহিত, তাই আমার বিবাহের নিমিত্ত যদি আপনারা এখানে আনিয়া থাকেন, তাহা জানি না।

ইং-ক। তাহাই হইবে, তোমার বিবাহেরই বন্দোবস্ত করা যাইবে। এখন বল দেখি, পোদ্দারের দোকানের ভিতর তোমরা কি নিমিত্ত প্রবেশ করিয়াছিলে ?

দম্মা। কোন্ পোদ্দারের দোকানে, আমি কোন পোদ্দারের দোকানে কখন ঢুকি নাই।

ইং-ক। তোমার সঙ্গে যে ধরা পড়িয়াছে, তাহার নাম কি ?

দম্মা। আমার সহিত কোন ব্যক্তি তো ধৃত হয় নাই ?

ইং-ক। তুমি যাহার সহিত এখন একত্রে বসিয়াছিলে, তাহার নাম কি ?

দম্মা। আমি উহাকে চিনি না, ও সে কেন ধৃত হইয়াছে, তাহাও আমি জানি না।

দম্মার কথা শুনিয়া ইংরাজ-কর্মচারী বুঝিতে পারিলেন যে, এ নিতান্ত সামান্য ব্যক্তি নহে। ইহার নিকট হইতে সহজে কোন কথা পাওয়া যাইবে না। আরও বুঝিতে পারিলেন, তাহার সঙ্গীর নিকট হইতেও ঐরূপ উত্তর

প্রাপ্ত হইবেন। তথাপি তিনি তাঁহার সেই অদীন কর্মচারীকে কহিলেন, ইহাকে অপর স্থানে রাখিয়া দাও, ইহার সঙ্গীর সহিত যেন কোন প্রকারে ইহার আর সাক্ষাৎ না হয়। উহার সঙ্গীকেও একবার আমার নিকট লইয়া আইস।

ইংরাজ-কর্মচারীর আদেশ তখনই প্রতিপালিত হইল। যাহাকে প্রথম আনা হইয়াছিল, তাহাকে স্থানান্তরিত করা হইল ও তাহার সঙ্গীকে সেইস্থানে আনা হইল।

ইংরাজ-কর্মচারী তাহার আপাদ-মস্তক দর্শন করিয়া কহিলেন, “তোমার নাম কি ?”

সে সেই কথার কোন উত্তর দিল না।

কর্মচারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হোসেন আলির নিকট তুমি কত দিবস কার্য্য করিতেছ ?

এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর পাইলেন না। এইরূপে তাহাকে যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল, সে তাহার কোন কথার উত্তর প্রদান করিল না, কেবল মাত্র কর্মচারীদ্বয়কে এক একবার দেখিতে লাগিল।

উহার ভাব দেখিয়া ইংরাজ-কর্মচারী আশ্চর্য্য বিরক্ত হইলেন, এবং তাহাকেও স্থানান্তরে লইয়া যাইতে কহিলেন।

তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল। উহাকেও সেই স্থান হইতে লইয়া গিয়া অপর এক স্থানে রাখা হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

যে রায়ে এই ঘটনা ঘটয়াছিল, সেই রায়ে দশটার পূর্বেই হোসেন আলি তাঁহার বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া যান। যাইবার সময় বিবিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এতরাতে আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি কহেন, একটা বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য তিনি গমন করিতেছেন, ফিরিয়া আসিতে বোধ হয়, রাত্রি একটু অধিক হইবে। বিবিয়া সহজেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়া আর কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। কারণ এইরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তিনি মধ্যো মধ্যো রাত্রিকালে বাড়ী পরিত্যাগ করিতেন। তাঁহার দুই চারিজন কর্মচারীও সময় সময় তাঁহার সহিত গমন করিত।

রাত্রি আন্দাজ তিনটার সময় বিবিয়া তাঁহার ঘরে নিদ্রা যাইতেছেন, হঠাৎ কোন শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। দেখেন, হোসেন আলি বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত একটা ছোট বাক্সের ভিতর কতকগুলি দ্রব্যাদি বোঝাই করিতেছেন। তিনি নিশ্চিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, এত রাতে আপনি কি করিতেছেন?

হোসেন। আর কি বলিব বিবিয়া, বড় বিপদ।

বিবিয়া। এমন কি বিপদ হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল, এই বাক্সের ভিতর কি বোঝাই করিতেছেন?

হো। আমাকে এখন স্থানান্তরে গমন করিতে হইবে।

বিবি। স্থানান্তরে? সে কি! কোথায়?

হো। কোথায় যে যাইব তাহার এখন কিছুমাত্র স্থিরতা নাই।

বিবি। আমি আপনার কথা কিছুমাত্র বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আপনি কি আমার সহিত ভ্রামসা করিতেছেন?

হো। ভ্রামসা নয় বিবিয়া, আমার ভ্রামনক বিপদ উপস্থিত, এই বিপদ হইতে যে সহজে রক্ষা পাইব, তাহা সহজে বোধ হয় না।

বিবি। কি বিপদ?

হো। তাহা এখন তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।

বিবি। কেন প্রয়োজন নাই, আমাকে বলিতেই হইবে, নতুনা কখন আপনাকে এই ঘরের বাহির হইতে দিব না।

হো। যদি নিতান্তই না ছাড়, তবে বাধ্য হইয়া আমাকে বলিতে হইতেছে। আমার নামে একটা ফৌজদারী মিথ্যা মকদ্দমা রুজু হইয়াছে, ও আমার নামে এক গ্রেপ্তারি পরোওনা বাহির হইয়াছে। পুলিশ এখনই আসিয়া আমার বাড়ী ঘেরাও করিবে ও আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় আমি যদি পুলিশের ভয়ে পণ্ডিত হই, তাহা হইলে কোনরূপেই আমার বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই। অপিততঃ যদি আমি কিছু দিবস লুকাইয়া

থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমার বিপদের আশঙ্কা কম। যে আমার নামে এই মকদ্দমা করিয়াছে, সে যদি আমাকে এখন ধরে, তবে তাহাকে প্রচুর অর্থ দিলেও সে কোনরূপে এই মকদ্দমা মিটাইতে চাহিবে না। ভবিষ্যতে রাগ পড়িয়া গেলে, মিটিলেও মিটিতে পারে। সুতরাং এ সময়ে আর কোনরূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। সময় নাই, এখনই পুনস আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা হইলে আমাকে আর কোনরূপেই রক্ষা করিতে পারিবে না।

হোসেন আলির কথা শুনিয়া বিবিয়া কাদিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, যদি আপনি নিতান্তই এই অবস্থায় এই বাড়ী পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আপনি যে স্থানে থাকিবেন, আমিও সেই স্থানে থাকিব। একরূপ অবস্থায় আপনাকে বিদায় দিয়া আমি কখনই এই স্থানে থাকিতে পারিব না।

হো। তুমি স্ত্রীলোক, বিশেষ কখন ঘরের বাহির হও নাই, একরূপ অবস্থায় তোমাকে সঙ্গে লইয়া আমি কোথায় যাইব? তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে আমাকে ধৃত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। তুমি আপাততঃ তোমার পিতৃালয়ে যাও, দুই একমাসের মধ্যেই সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া আমি পুনরায় প্রত্যাগমন করিব; তখন আর কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি কেহ

আসিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি কোথায়, তাহা হইলে তাহাকে কহিও, আমি হজ করিবার নিমিত্ত দুই দিবস হইল মক্কা চলিয়া গিয়াছি। আমার কর্মচারিগণ আমার কাজ কর্ম দেখিবে, তোমার যখন যাহা আবশ্যক হইবে, তাহাদিগের নিকট হইতে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবে। আমার নিমিত্ত কোনরূপ চিন্তা করিও না, আমি দুই এক মাসের মধ্যে হাসিতে হাসিতে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইব।

বিবি। যদি আপনি নিতান্তই এই অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে আপনি কিরূপ অবস্থায় কোথায় থাকিবেন, তাহা আমি জানিতে পারিব কিরূপে?

হো। আমি সে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি, আমার প্রধান কর্মচারী তাহা জানিতে পারিবে ও সেই সংবাদ সে তোমাকে প্রদান করিবে, তাহার জন্ত তোমাকে কোনরূপ চিন্তা করিতে হইবে না। আর সময় নাই, রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিতেছে, একরূপ অবস্থায় আমার এখানে আর বিলম্ব করা কোনরূপেই কর্তব্য নহে। তুমি স্থির মনে দিন-যাপন কর, ঈশ্বরানুগ্রহে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আমি শীঘ্রই তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব।

বিবি। আপনি আমাকে যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাকে পালন করিতেই হইবে।

কিন্তু আপনি যদি আমার মনের অবস্থা জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে এক্ষণ অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কখনই চলিয়া যাইতে পারিতেন না। স্ত্রীলোকের হৃদয় যে কি, তাহা কখনই আপনি অবগত নহেন। আমি আপনাকে আর কোন কথা বলিব না, আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই করুন।

এই বলিয়া বিবিয়া নিরন্তর হইলেন, কিন্তু তাঁহার গণ্ড বহিয়া চক্ষুজল ঝরিতে লাগিল।

হোসেন আলি যখন বিবিয়ার সহিত কথা কহিতেছিলেন, তখন যে স্থিরভাবে তাহারই সহিত কথা কহিতে ছিলেন, তাহা নহে, মুখে কথা বলিতেছিলেন, কিন্তু হস্ত অপর কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। সেই সময় তিনি তাঁহার ঠোঁট দ্বারা লইয়া তাঁহার সেই ছোট বাস্কেট বোঝাই করিতেছিলেন। তিনি যে কি দ্রব্য লইতেছেন ও বাস্কেট কিসে পূর্ণ করিতেছেন, তাহার দিকে বিবিয়া একবারও লক্ষ্য করেন নাই।

হোসেন আলি এইরূপে তাঁহার অভিপ্সিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া, সেই বাস্কেট নিজেই হস্তে লইয়া সেই ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। বিবিয়াও বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া আসিলেন। হোসেন আলি পূর্ন হইতেই নিজের গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। বাড়ীর সদর দরজায় আসিয়া দেখিলেন, গাড়ী প্রস্তুত। তিনি অমনি

বাস্কেট হস্তে লইয়া গাড়ীতে আরোহণ করিলেন ও চালককে গাড়ী দ্রুত চালাইতে কহিলেন। গাড়ী চলিল। বিবিয়া হোসেন আলির সহিত সদর দরজা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন, যখন তিনি গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী চালাইতে কহিলেন, তখন বিবিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কিন্তু গমন করিবার সময় হোসেন আলি তাঁহার দিকে একবার লক্ষ্যও করিলেন না বা কোন কথাও বলিলেন না। হোসেন আলির এইরূপ ব্যবহারে বিবিয়া মর্ম্মাহত হইলেন; যে পণ্যস্ত গাড়ী তাঁহার দৃষ্টিপথের অতীত না হইয়া যেন, সেই পণ্যস্ত তিনি সেই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন, পরিশেষে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও আপন প্রকোষ্ঠে গিয়া পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িলেন। শুইয়া শুইয়া তিনি কতই চিন্তা করিলেন, কতরূপ ভাবনায় যে তাঁহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল, তাহার বর্ণন করিবার ক্ষমতা লেখকের নাই। সেই সময় রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

পানায় আসামীদ্বয়কে লইয়া জিজ্ঞাসাবাদ ও নানারূপ গোলযোগে রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া গেল। সূর্য্যোদয় উদয় হইবার পূর্বেই সেই ইংরাজ কন্সটারী উপযুক্ত পরিমিত প্রহরীর সহিত সেই দস্যুদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া হোসেন

আলির বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই সেই বাড়ীর পার্শ্ববর্তী বাটীর সমস্ত লোকই উহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “আপনাদিগের এক্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে কেন? আপনারা এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, পুলিশের হস্তে বন্দী হইয়াছেন?”

সেই স্থানের যে কোন লোক উহাদিগকে দেখিলেন, সেই এক্রূপ ভাবে উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কাহারও কথায় কোনরূপ উত্তর দিল না।

পুলিস কর্মচারিগণ এখন জানিতে পারিলেন যে, তাহারা যা’ অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা সত্য। উভয় দম্পত্যই হোসেন আলির কর্মচারী। তাহাদিগের একজনের নাম, গোলাম হোসেন। ইনি হোসেন আলির সর্দ-প্রধান কর্মচারী, কেবল কর্মচারী নহেন, হোসেন আলির সর্বময় কর্তা। অপর ব্যক্তির নাম রহমৎ। ইনিও হোসেন আলির একজন অতিশয় প্রিয় কর্মচারী। আরও জানিতে পারিলেন, গোলাম হোসেন ও রহমতের ছাত্র আরও দুই তিনজন কর্মচারী হোসেনের আছে। ইহাদিগকেও হোসেন আলি অণ্ডের সহিত ভালবাসেন। ইহারা সকলেই হোসেন আলির বাড়ীতে বাস করিয়া থাকেন, আহা-রাদিও সেই স্থানে হইয়া থাকে। পুলিশ কর্মচারিগণ যখন সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন, তখন উহাদিগের কেহ সেইস্থানে ছিল না,

তাহারা যে কোথায় গমন করিয়াছে, এবং কখন গমন করিয়াছে, তাহাও কেহ বলিতে পারিলেন না।

উহাদিগের কাহাকেও না পাওয়া কর্মচারি-গণ হোসেন আলির অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও বাড়ীতে দেখিতে পাইলেন না। তিনিও যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহাও সেই সময় কিছুমাত্র জানিতে পারা গেল না। কেবল এইমাত্র দেখিতে পাওয়া গেল যে, ঐ প্রকাণ্ড বাড়ীতে হোসেন আলির স্ত্রী ও তাঁহার একজন পরিচারিকা ভিন্ন আর কেহই নাই। এক্রূপ অবস্থায় কর্মচারিগণ অন্ত্রোপায় হইয়া হোসেন আলির শব্দের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন ও তাঁহাকে সেই সময় সেইস্থানে আসিতে অনুরোধ করিলেন। করিমবক্স তাঁহার কথার বিপদ শুনিয়া আর কালবিলম্ব করিলেন না, সন্ধ্যা সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীতে একেবারে এত পুলিশের আগদানি দেখিয়া, তাঁহার ভয় হইল, তাহার উপর হোসেন আলির প্রধান কর্মচারিদ্বয়কে বন্ধন-বস্থায় দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কি যে অবস্থা ঘটিয়াছে ও কেনই বা হোসেন আলি ও তাঁহার অপরাপর কর্মচারি-গণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনরূপ কারণ অবগত হইতে না পারিয়া মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী সেই সময় সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, করিমবক্স তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে সাহেব? আমাকে কেন ডাকাইয়া পাঠাইয়াছেন?”

ইং-ক। আপনার নিকট হইতে কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি, তাই আপনাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছি।

করিমবক্স। কি বিষয় জানিতে চাহেন?

ইং-ক। হোসেন আলি কি আপনার জামাতা?

করিম। হাঁ, আমি আমার কন্যা বিবি-রাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি।

ইং-ক। তিনি এখন কোথায়?

করিম। তাহাতো আমি বলিতে পারি না। কাল সন্ধ্যার সময় আমি তাহাকে দেখিয়াছি, সেই সময় তিনি বাড়ীতেই ছিলেন।

ইং-ক। তিনি কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা বোধ হয় তাঁহার স্ত্রী বলিতে পারেন?

করিম। এ কথা আমি বিবি-রাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিতেছি না। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি বিবিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এখনই এখানে আসিতেছি ও তাহার নিকট হইতে যাহা কিছু জানিতে পারি তাহাও আপনাকে বলিতেছি।

এই বলিয়া করিমবক্স ইংরাজ কর্মচারীর আদেশ লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ও

আর অর্ধঘণ্টা পরে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যে স্থানে ইংরাজ কর্মচারী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কন্যার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে?”

করিম। হাঁ, হইয়াছে সাহেব।

ইং-ক। হোসেন আলি বাড়ীতে আছেন?

ক। না।

ইং-ক। কোথায় গিয়াছেন?

ক। তিনি হজ্জ করিবার নিমিত্ত মক্কা যাইবেন ইহা বলিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

ইং-ক। কখন গিয়াছেন?

ক। অল্প রাত্রি থাকিতে।

ইং-ক। দ্রব্যাদি কি লইয়া গিয়াছেন?

ক। কেবলমাত্র একটি বাক্স তাহার সঙ্গে আছে, কিন্তু উহার ভিতর যে কি আছে, তাহা আমার কন্যা বলিতে পারেন না।

ইং-ক। তাহার সহিত আর কে গিয়াছে?

ক। বাড়ী হইতে একাকীই গিয়াছে, অপর স্থান হইতে কোন ব্যক্তি যদি তাহার সঙ্গে গিয়া থাকে, তাহা তিনি অবগত নহেন।

ইং-ক। তাঁহার সহিত যদি অপর কোন ব্যক্তি বাড়ী হইতে গমন না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সেই বাক্স কে বহন করিয়া লইয়া গেল?